চুয়াডাঙ্গা গহেরপুরে মেয়েকে বিয়ে না দেয়ায় মেয়ে, মা-বাবাকে পিটিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার গহেরপুর গ্রামে মেয়েকে বিয়ে না দেওয়ায় মেয়ে, মা ও বাবা কে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে শফিকুল ইসলাম গঙের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মেয়ের মা বাদি হয়ে তিন জনকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার ছানোয়ার হোসেন ও বেবী সুলতানার পালিত মেয়ে সাদিয়া আক্তার মিষ্টিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় একই গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে শফিকুল ইসলাম। বিয়েতে অসন্মতি জানায় মিষ্টির মা বাবা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শফিকুল ইসলাম (৩০), বড়ভাই বকুল হোসেন (৩৫) ও দাদা আমির হোসেন (৫৫) ক্ষিপ্ত হয়ে গত সোমবার সকাল ১০টার দিকে সাদিয়া, মা বেবী সুলতানা ও পিতা ছানোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে জখম করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

আহতদের উর্দ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। বর্তমানে আহতরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মিষ্টির মা বেবী সুলতানা বাদি হয়ে দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার নাগদাহ বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২১ অনুষ্ঠিত

হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৩ টার দিকে ফুটবল টুর্ণামেন্ট খেলা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর।

অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর বলেন, নাগদাহ গ্রামে ফুটবল খেলার আয়োজন কেন্দ্রিক আমি অভিভূত।

এ মাঠে সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে করোনা পরবর্তীতে এমন আয়োজন খুবই ভালো উদ্যোগ। দীর্ঘদিন করোনা ও লকডাউনের কারণে স্থবিরতা বিরাজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্কুল কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়।

ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের আইসি এসআই সিদ্ধার্থ মন্ডল, এসআই রকিবুল ইসলাম, রাসেল জোয়াদ্দার, রুমি জোয়াদ্দার প্রমূখ।

ফুটবল টুর্ণামেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুটি দল অংশ গ্রহন করেন।

মেহেরপুরে ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২ জন, মুজিবনগরে ১ জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১০৬ টি। তারমধ্যে ৩ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৩ জন। তার মধ্যে সদরে ২০ জন, গাংনীতে ২৩ জন এবং মুজিবনগরে ১০ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৮ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৭ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

কালীগঞ্জে বেকারী মালিককে জরিমানা

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও র্যাব,৬ এবং ভোক্তা অধিকারের সহযোগীতায় পরিচালিত যৌথ অভিযানে জেলার কালীগঞ্জ শহরের মুসলিম বেকারী থেকে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ও মেয়াদোত্তীর্ণ তৈরী খাবার উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের গোহাটা রোডের মুসলিম বেকারীর ফ্যাক্টরি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ইউরিয়াসহ অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করার অপরাধে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৩ মাস কারাদন্ড প্রদান করেন। পরে এগুলো শহরের চিত্রানদীতে ফেলিয়ে দিয়ে ধবংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন র্যাব -৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল ইসলাম, র্যাব ৬’র এ এস আই,তারেক আমান বান্না, ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল ছাড়াও র্যাবের অন্যন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ- র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল আহসান জানান, তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পান যে, দীর্ঘদিন ধরে কালীগঞ্জের মুসলিম বেকারীতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাউরুটি, বিস্কুটসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে পাইকারী বিক্রি করা হচ্ছে।

এরপর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে বেকারীটিতে অভিযান চালিয়ে খাদ্যে ব্যবহৃত ইউরিয়াসহ অন্যন্য রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদয়ে ৩

মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। পরে এগুলো জনসম্মুখে চিত্রানদীতে ফেলে নষ্ট করা হয়।

কুষ্টিয়ায় হাজী ও নান্নার বিরিয়ানির নামে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার

রাজধানীর বিভিন্ন স্বনামধন্য খাবারের দোকানের সাথে মিলিয়ে রাখা খাবারের দোকানের নাম ব্যবহার করে কুষ্টিয়া শহরে চলছে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট।

যেগুলোতে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার। না জেনে-বুঝে শহরের অসংখ্য মানুষ তা খাচ্ছেন প্রতিদিন।
দোকান সংশ্লিষ্টদের কথায় অনেকটা স্পষ্ট, এগুলোর সাথে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবারের দোকানের কোন সংযোগ নেই।রাজধানীর নামীদামী হাজীর বিরিয়ানি ও নান্না বিরিয়ানির নামের সাথে মিল রেখে এসন দোকান পরিচালনা করে থাকে।খাবারের মান একেবারেই নেই বললেই চলে।

নোংরা স্যাঁতসেতে পরিবেশ, পঁচা বাসী খাবার দিলেও ক্রেতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। এসব রেস্টুরেন্টের হেঁসেল কিভাবে চলছে তা দেখার জন্য কোন অনুমতি নেই।

নামসর্বস্ব নান্নার রান্না দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। অন্যগুলোর অবস্থাও একই। পচা-বাসি কোন খাবারই ফেলে দেয়া হয় না এখানে। আর যে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয় খাবার, তা হঠাৎ দেখায় মনে হতে পারে আবর্জনার ভাগাড়।
শুধু এই হাজী কিংবা নান্না বিরিয়ানীই নয় শহরের ওলিতে গলিতে নামসর্বস্ব এমন অনেক রেস্তরা গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে শহরের চাররাস্তা থেকে ৬ রোস্তা মোড়ের দিকে বেশকিছু মিনি চাইনিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে বড় বড় গোটেল রেস্তরায় অভিযান চালালেও এসব প্রতিষ্ঠানে কোন অভিযান পরিচালনা হয় না বললেই চলে।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এমন খাবার শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ।এসব দেখার দায়িত্ব ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের। অথচ তাদের কাছে গিয়ে মিললো গৎবাঁধা বক্তব্য। কুষ্টিয়া হোটেল ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য, শহরে রেস্টুরেন্ট আছে ৩০০’রও বেশি।

কুষ্টিয়ায় খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান! ৫ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় র্যাবের বিশেষ মোবাইল কোর্ট সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে শহরের পাঁচটি হোটেল রেস্তোরাঁকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দিন ব্যাপী র্যাব-১২, সিপিসি-১, (কুষ্টিয়া ক্যাম্প) ও জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলা শহরের চৌড়হাস এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা অপরাধে ওভাল ফুড প্রডাক্টসকে ২০ হাজার, শহরের মজমপুরের শিল্পী হোটল এন্ড রেস্টেুরন্টকে ৫০ হাজার, খেয়া রেস্তোরাঁকে ২৫ হাজার, মৌবনকে ৩৫ হাজার, বনফুড কোং এন্ড রেস্টেুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী

ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার খাদিজা খাতুন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক অর্থদন্ড প্রদান করেন। এছাড়াও জেলায় দালাল, মাদক, ও ভেজাল এবং প্রতারণাসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গাংনীতে আবারো শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারো শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম। মঙ্গলবার সকাল ৮টায় পৌরসভাসহ প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এ গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়ে বিরতিহীন ভাবে চলে বিকেল পর্যন্ত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ৬০০ জনকে এ টিকা দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ ফিরে এসেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ টিকা গ্রহণ করছেন সকলে। টিকা গ্রহণের শুরুর দিকে কিছুটা অনিহা লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে মানুষ বেশ সচেতন। টিকাকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) আব্দুর রশিদ জানান, ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে গণটিকা প্রথম শুরু হয়েছিল আজ দ্বিতীয়বারের মতো উপজেলায় মোট ৬’৫৬২ জনকে এ টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। তবে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫, ৪০০ জনের মধ্যে ৫,২৪২ জনকে টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন কারণে টিকা নিতে পারে নাই ১৫৮ জন। যারা বাকি রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ কি? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, টিকা প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। যারা কোন কারণে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে টিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন তাহলে তাদেরকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মেহেরপুরে প্রতারনার নয়া ফাঁদ

!

দেখতে হুবুহু ৫০০ টাকার নোট। বোঝারই উপায় নেই এটি আসল, নাকি নকল। শুধু টাকার গায়ে লেখা আছে নমুনা টাকা। এটি মেহেরপুরের সকল মুদি দোকানে বিক্রিত গুটি চিপসে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এ চিপসে উৎপাদন কোম্পানীর নাম নেই। নেই উৎপাদন ও মেয়াদউত্তীর্ণের তারিখ। এ টাকা নিয়ে পতারিত হয়েছেন অনেকে। তবুও থেমে নেই চিপস ও নমুনা টাকার বিকিকিনি। ব্যাবসায়ীরা বলছেন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্যেই কোম্পানী প্যাকেটের ভিতরে এ টাকা সরবরাহ করছেন। প্রশাসন বলছে বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন দোকানে দেখা যাচ্ছে, সাদা রংয়ের পলিথিন প্যাকেটে গুটি চিপস। তাতে কোনো কম্পানীর নাম লেখা নেই। এক প্যাকেটের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। সেই সাথে দেয়া হয় এই ৫০০ টাকার একটি নমুনা নোট। শিশুরা এ টাকা পেয়ে বেজায় খুশি। সেই সাথে প্রতারকরাও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছে। দেখতে হুবুহু আসল টাকার মত হওয়ায় তারা সহজ সরল মানুষকে ওই টাকা দিয়ে ঠকানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে প্রতারিত হয়েছেন গাংনীর কুঞ্জনগর গ্রামের কৃষক আশরাফূল ইসলাম ও নতুন পাড়ার মনিরুল।

আশরাফূল ইসলাম জানান, তিনি গত সোমবার বামুন্দি হাটে পাট বিক্রি করেন। এসময় পাট ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নেন। ওই টাকার মধ্যে দুটি ৫০০ টাকার নমুনা নোট পাওয়া যায়। নতুন ও চকচকে এ নোট দিয়ে দোকানে মালামাল কিনতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন টাকার নোট টি আসল নয়।

সবজি বিক্রেতা মনিরুল জানান,তিনি খলিশাকুন্ডি হাটে পেঁপেঁ বিক্রি করেন। সেখান থেকে একটি ৫০০ টাকার নোট দেয়া হয়,পরে তিনি বুঝতে পারেন এটি আসল টাকা নয়। ব্যাবসায়ীদের সাথে কথা বলে এ কোম্পানীর পরিচয় মেলেনি। অনেকেই বলছেন স্থানীয় হকাররা মুদি দোকানিদের এগুলো সরবরাহ করেন। এ টাকা থাকার কারনে ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা বেশ আকৃষ্ট হচ্ছে গুটি চিপস খেতে। বেচা বিক্রি বেশি। তবে

প্রতারণার সংবাদে বিষ্মিত তারা।

ভাটপাড়া গ্রামের মুদি দোকনি লুকমান হোসেন বলেন, একজন হকার কয়েকদিন আমাকে বেশ কিছু চিপস দিয়েছিল। সেগুলি আমরা তিন টাকায় কিনে ৫ টাকায় বিক্রি করেছি। এলাকার শিশুরা আবেগ আপ্লুত হয়ে কিনে খেত। তবে তৈরী বা মেয়াদ শেষের তারিখ না থাকায় আর বিক্রি করিনা।

মেহেরপুর জেলার প্রত্যন্তাঞ্চল কাজিপুর ও হাড়াভাঙাগা বাজারের রাজিয়া স্টোর,সপন স্টোর, শামীর রেজার পাতা স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এসব চিপস। স্টোরের মালিকরা জানেন না শিশুদের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর এসকল চিপস সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের নাম। রাজিয়া স্টোরের মালিক কাবের উদ্দিন বলেন, আমরা কোথাও গিয়ে কিনে আনিনা,একজন লোক আমাদের দোকানে দিয়ে যায়। তবে কোনদিন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি।
হাড়াভাঙ্গা গ্রামের একটি ভ্যারাইটিজ স্টোরে দোকান শেষে মিলন নামের একজন ৫০০ টাকার নোট দেয় দোকানদার রাজু’কে। টাকা নেওয়ার সময় না দেখলেও পরে তিনি দেখেন টাকাটা নকল। পরে মিলনকে বিষয়টি তিনি জানিয়ে ফেরত দেন।
নামহীন ভুঁইফোড় কোম্পানির এই গুটি চিপস কতটুক স্বাস্থ্যকর এবং আটা ও চিনি দিয়ে তৈলে ভাজা গুটি চিপস কতটুক মানসম্মত পরিবেশে তৈরী হচ্ছে এ নিয়েও প্রশ্ন নানা মহলে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম বলেন,বিষয়টি নিয়ে আমি অবগত নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ বলেন,ইতিমধ্যে কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে।এসব খাবার যাতে বাজারজাত করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তবে নমুনা টাকার বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার । নতুবা অনেকেই প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তাজিমুল হক বলেন, এবিষয়ে আমার জানা নেই। বেশ কয়েকদিন সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিলেন, পরে খোজ নেয়া হয়নি। তবে বিষয়টি শুনলাম,মাঠপর্যায়ে দ্রত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন বলেন,এসব ভাজা-পোড়া খাবার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ন ও অস্বাস্থ্যকর।এগুলো খাওয়া থেকে শিশুদের বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন বলেন,এসব ভাজা-পোড়া খাবার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ন ও অস্বাস্থ্যকর।এগুলো খাওয়া থেকে শিশুদের বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান এবিষয়ে কোনো মন্তব্য দেননি।

মেহেরপুরে বসতঘরে আগুন লেগে আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই

মেহেরপুরে আগুন লেগে বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই হয়েছে।

সোমবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের ফুলবাগান পাড়ার সুমন আলীর ঘরে আগুন লেগে ঘরের বিভিন্ন অংশ, আসবাবপত্র ও ঘরে থাকা ১৭ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুমন আলী বলেন,

ছোট্ট এক কামরা টিনের ঘরে স্ত্রী ও আট মাসের শিশু সন্তান নিয়ে আমাদের বসবাস। সোমবার দুপুরে গ্যাসের চুলায় রান্না চাপিয়ে আমার স্ত্রী উঠানে বাড়ির অন্যান্য কাজ করছিল। ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আমার শিশু সন্তান। হঠাৎ বাচ্চার চিৎকার শুনে আমার স্ত্রী ঘরে গিয়ে দেখে আগুন লেগেছে। এসময় অল্পের জন্য আমার শিশুটি প্রাণে বেঁচে যায়। গ্যাসের সিলিন্ডার থেকেই আগুন লাগে।

তাদের আত্মচিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে তার আগেই বসত ঘরের টিন, ঘরের আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আগুনে সব পুড়ে যাওয়ায় সুমন একেবারে নিঃশ্ব হয়ে গেছে। বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়।

সাইকেল পেয়ে ওদের চোখে আনন্দ অশ্রু

এখন আর স্কুলে যেতে কোন কষ্ট হবে না। বাপের কাছে টাকার জন্য আর হাতও পাততে হবে না। সাইকেলে চড়ে স্বাচ্ছন্দে স্কুলে যেতে পারবো। বান্ধবীদের সাথে ঘুরতেও পারবো। এমনি মনের আবেগ প্রকাশ করছিল চাঁদপুর গ্রামের দিনমজুর ফজলুর রহমানের মেয়ে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মৌমিতা। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত খরচ লাগে ত্রিশ টাকা। দিনমজুর পিতার কাছ থেকে প্রতিদিন যাতায়াত খরচ চেয়ে নিতে হতো। টাকার অভাবে মাঝে মধ্যে পায়ে হেটে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হতো। এখন আর কোন কষ্ট রইল না তার।
শুধু মৌমিতা নয়, তার মতো রাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৭২ জন ছাত্রীর চোখে মুখে আনন্দের ছোঁয়া। অনেকেরই অনুভুতি প্রকাশের সময় চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে আনন্দ অশ্রু। অভিভাবকরাও বেশ আনন্দিত। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শিরিন শিলার বাবা মকলেসুর রহমান জানান,তার তিন মেয়ে লেখাপড়া করে। সংসারের খরচের পাশাপাশি মেয়েদের যাতায়াতের খরচ দেয়া বেশ কষ্ট সাধ্য। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মেয়েকে সাইকেল দিয়েছে।

এখন আর বাড়তি টাকা খরচ হবে না। ওই টাকা দিয়ে ওদের মুখে খাবার তুলে দেয়া হবে।
শিক্ষার্থীরা জানান, অনেকের বাবা মা গরীব। তাদের সংসার চালঅতেই কষ্ট তার উপর যাতায়াতের জন্য বাড়তি খরচ। এসব চিন্তা ভাবনা ভাল লাগতো না। মাঝে মধ্যে তারা দল বেঁধে পায়ে হেটে বিদ্যালয়ে যেতো। পড়তে হতো বিড়ম্বনায়। এখন একজন অপর জনকে সাথে নিয়ে অনায়াসে বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। বাই সাইকেল তাদের পড়ালেখাকে একধাপ এগিয়ে দিল বলেও মন্তব্য করেছেন তারা।
রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, বাইসাইকেল পেয়ে নারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করবে। অনেকেই দুর দুরান্ত থেকে বিদ্যালয়ে আসে। সময় মতো যানবাহন না পাওয়ায় অনেকে দেরীতে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতো।